সংস্কৃত নাটকে রাজনীতি

রঞ্জনা গাঙ্গুলী মুখার্জী

সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভঃ কলেজ ফর ওমেন, পূর্ব মেদিনীপুর

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচকগণ সাহিত্যের সামগ্রিক বিষয়কে দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছেন — দৃশ্য এবং শ্রব্য। আধুনিক নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য বা রূপক বা নাট্য অভিধায় পরিচিত। নাট্যতত্ত্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রের সংকলিয়তা ভরতমুনিও বলেছেন — বেদ উপবেদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ললিতাত্মক নাট্যবেদের স্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মা। এই সব তত্ত্বেরলৌকিক ও সামাজিক মূল্য যাই হোক না কেন, সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে এরকম নিগূঢ় ভাবাদর্শের নান্দনিক মূল্য অবশ্যই বিচার্য। তাই নাট্যতত্ত্বের সম্পর্কে প্রাচীন সিদ্ধান্তও মতামতসমূহ বিশেষ মূল্যবান। তাদের মতে নাটক হল পঞ্চমবেদ, মহাত্মা ব্রহ্মা সেই বেদের স্রষ্টা, নাট্যবেদ ললিতস্বরূপ। প্রাচীন ভারতীয় ভাবনায় নাট্যসাধনা মহৎ ও সুউচ্চ ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিষয়বস্তু

সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনও সেই বিষয়বস্তু রামায়ণকেন্দ্রিক, যেমন ভাসের প্রতিমা, অভিষেক কখনও আবার মহাভারতকেন্দ্রিক, যেমন ভাসের কর্ণভারম্, উরূভঙ্গম্ লোকবৃত্তান্তমূলক নাটক যেমন শুদ্রকের মৃচ্ছকটিক, ভাসের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসবদত্তম্, আবার পুরাণ ইতিহাসকেন্দ্রিক যেমন বিশাকদত্তের মুদ্রারাক্ষস।

বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সংস্কৃত নাটকে রাজনীতি। আমি এখানে চেষ্টা করব বিভিন্ন নাটক যেগুলি হয়ত তথাকথিত রোম্যান্টিক নাটক বলেই বিখ্যাত সেগুলির মধ্যে কোথায় কোথায় রাজনীতি রয়েছে আবার ইতিহাসকেন্দ্রিক নাটক হলেও রাজনীতি সেখানে কিভাবে মূল ভূমিকা নিয়েছে। স্থানাভাবে মূলতঃ চারটি নাটক নিয়ে আলোচনা হবে। ভাসের *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* এবং *স্বপ্নবাসবদত্তম্*; শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* এবং বিশাখদত্তের *মুদ্রারক্ষস*।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকের যৌগন্ধরায়ণ হলেন কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের বিচক্ষণ মন্ত্রী। অবন্তিরাজ মহাসেনের সঙ্গে উদয়নের সংঘতের ক্ষেত্রে যৌগন্ধরায়ণের রাজনৈতিক বুদ্ধি একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। নাটকের মূল কাহিনী একটি রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গঠিত। যেমন প্রথম অঙ্কেই বৎসরাজ উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কথায় জানা যায় যে অবন্তিরাজ মহাসেন নিজ কন্যা বাসবদত্তার জন্য সমসাময়িক রাজন্যবর্গের মধ্যে অদ্বিতীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি বৎসরাজ উদয়নকে পাত্র হিসাবে পছন্দ করেছেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা উদয়ন মহাসেনের মর্যাদা দিতে উৎসাহী নন। তাই মহাসেন এক বিশেষ রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন। হস্তীবশীকরণে নিপুণ উদয়ন যখন হস্তীশিকারে যাবেন তখন মহাসেন নাগবনে একদল হাতীর সঙ্গে একটি কৃত্রিম নীলহাতীকে লুকিয়ে রাখবেন। উদয়ন সেই হাতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বশীভূত করতে গেলে মহাসেনের সৈন্যরা আতর্কিতে আক্রমণ করে উদয়নকে বন্দী করবেন—বনজপ্রচ্ছাদিতশরীরং নীলহস্তিনমুপন্যস্য প্রদ্যোতঃ স্বমিনং ছলয়িতুকাম ইতি প্রবৃত্তিরুপগতা নঃ'।[১] আবার তৃতীয় অঙ্কে মন্ত্রণাই মূল বিষয়। নাট্যকাহিনীতে এর যথেষ্ট মূল্য বর্তমান। বন্দী বৎসরাজ উদয়নকে উদ্ধার করার জন্য মন্ত্রী যৌঘন্ধরায়ণ তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রয়োগ করেছেন। যৌগন্ধরায়ণ, রুমন্বান এবং বিদূষক হাজির হয়েছেন উজ্জয়িনীতে ছদ্মবেশে। যৌগন্ধরায়ণ তাঁর কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করে পরিকল্পনা করেছেন যে নানাপ্রকারে মহাসেনের হাতী নলগিরিকে খেপিয়ে তোলা হবে এবং মহাসেন যখন উদয়নের শরণাপন্ন হবেন তখনই উদয়ন পলায়ন করবেন স্বরাজ্যে। কিন্তু যখন বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের প্রণয়ের কথা তিনি জানতে পেরেছেন তখন বাসবদত্তা সহ উদয়নের পলায়নের পরিকল্পনা করে বলেছেনে—

> সুভদ্রামিব গাণ্ডীবী নাগঃ পদ্মলতামিব
> যদি তাং ন হরেদ্ রাজা নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ।
> যদি তাং চৈব তং চৈব তাং চৈবায়তলোচনাম্
> নাহরামি নৃপং চৈব নাস্মি যৌগন্ধরায়নঃ।।[২]

এই কার্য সমাধা করার জন্য যৌগন্ধরায়ণ আবার রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রয়োগ করেছেনে চতুর্থ অঙ্কে। বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের পলায়নের পর শত্রুসৈন্য যাতে কোনোভাবেই পশ্চাদ্ধাবন করতে না পারে তাই গুপ্তচরদের সহায়তায় কৌশাম্বীতে মহাসেনের সৈন্যদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মেতে উঠলেন। যৌগন্ধরায়ণ নিজে বন্দী হলেও তিনি রাজনীতির জটিল চক্রান্তে যে নিজ প্রভুকে মুক্ত করতে পেরেছেন তাতেই গর্বিত —

> রিপুগতমপনীয় বৎসরাজং গ্রহণমুপেত্য রণে স্বশস্ত্রদোষাৎ
> অয়মহমপনীতভর্তৃদুঃখো জিতমিতি রাজকুলে সুখং বিশামি।।[৩]

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকের নাট্যকার ভাস লোকপ্রসিদ্ধ প্রণয় কাহিনীকে অন্তরালে রেখে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষ

ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে এই রচনাটিকে সফল করতে প্রয়াসী হয়েছেন। উদয়নের সুযোগ্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজনীতির কূটকৌশলে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাই যে মহাসেন ছলনার আশ্রয়ে উদয়নকে বন্দী করেছেন সেই মহাসেনকে অনুরূপ ছলনার দ্বারা পরাভূত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

ভাসেরই পরবর্তী নাটক স্বপ্নবাসবদত্তম্। মূলতঃ এই নাটকের বিষয়বস্তু প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকেরই পরবর্তী ঘটনা। উদুন বাসবদত্তার গভীর প্রেম নিয়ে নাটকটি হলেও মূল ঘটনা কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই গ্রথিত। শত্রু আরুণি কর্তৃক উদয়নের রাজ্য অধিকৃত হওয়ায় মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ উদয়নের শক্তিবৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মগধ রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহের মাধ্যমে মগধরাজের সঙ্গে মৈত্রী ইচ্ছা করেন; এবং পরবর্তীকালে মগধরাজ্যের সাহায্যে শত্রুবিজয় সম্ভব হয়।

নাটকের প্রথম অঙ্কেই দেখা যাচ্ছে যে মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতী আশ্রমে এসেছেন তাঁর মাতার সঙ্গে দেখা করতে। সেই আশ্রমেই যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তা সহ উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে এক ব্রহ্মচারীরও প্রবেশ ঘটেছে। এই বৎসদেশের লাবাণক গ্রামে বেদশিক্ষার জন্য অবস্থান করছিলেন। যৌগন্ধরায়ণের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মচারী জানান যে রাজা উদয়ন তাঁর পত্নী বাসবদত্তার সঙ্গে উক্ত গ্রামে অবস্থান করছিলেন। রাজা মৃগয়ায় নির্গত হলে গ্রামদাহে রাণী বাসবদত্তা এবং মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ নিহত হন। এই বৃত্তান্ত শুনে যৌগন্ধরায়ণ বোঝেন যে, যে পরিকল্পনা তিনি এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা মিলে করেছিলেন তা বাস্তবায়িত হয়েছে। যৌগন্ধরায়ণের এরকম কাজের পিছনে যথেষ্ট রাজনৈতিক বুদ্ধি কাজ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের শুরুতেই জানা যাচ্ছে যে রাজা উদয়ন শত্রু আরুণির কাছে রাজ্য হারিয়েছেন। এই অবস্থায় শক্তিবৃদ্ধির জন্য মগধরাজের সাহায্যে প্রয়োজন। সিদ্ধজ্যোতিষিরা জানিয়েছিলেন যে মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ হবে। যৌগন্ধরায়ণ জানতেন যে বাসবদত্তা বেঁচে থাকতে উদয়ন কোনদিনই দ্বিতীয় বিবাহ করবেন না। অথচ শত্রুবিনাশের জন্য মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ হওয়া খুবই প্রয়োজন। তাই যৌগন্ধরায়ণ রাণী বাসবদত্তার অনুমতিক্রমে বাসবদত্তার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে বাসবদত্তাকে নিয়ে এই আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মাবতী আশ্রমে এসে আশ্রমিকদের কাছে আবেদন করেছেন যে যাঁর যা প্রয়োজন তা যেন তাঁরা পদ্মাবতীর কাছে জানান। তিনি তা পূরণ করার চেষ্টা করবেন। যৌগন্ধরায়ণ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রানী বাসবত্তাকে নিজ ভগিনীর পরিচয় দিয়ে পদ্মাবতীর কাছে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করলেন। এতে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হল।

প্রথমতঃ পদ্মাবতী যেহেতু পরবর্তীকালে রাজা উদয়নের পত্নী হবেন একথা স্থির হয়েছে তাই আগে থেকেই বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী একসঙ্গে থাকার ফলে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হবে। এবং দ্বিতীয়তঃ সমস্ত সমস্য দূরীভূত হবার পর যখন উদয়ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন তখন বাসবদত্তাকে উদয়নের সামনে নিয়ে যাবার পর বাসবদত্তার সতীত্ব বিষয়ে পদ্মাবতী সাক্ষ্য দিতে পারবেন - ততঃ প্রতিষ্ঠিতে স্বামিনি তত্র ভবতীমুপনয়তো মে ইহাত্রভবতী মগধরাজপুত্রী বিস্বাসস্থানং ভবিষ্যতি।[৪] রানী বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর হতে ন্যস্ত করার ক্ষেত্রেও যৌগন্ধরায়ণের রাজনৈতিক বুদ্ধি তথা দূরদর্শিতা প্রতীত হচ্ছে।

সুতরাং বলা যায় যে স্বপ্নবাসবদত্তম্ মূলতঃ উদয়ন-বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনীকে উপজীব্য করে রচিত হলেও যৌগন্ধরায়ণের রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রয়োগ ও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এরপর মৃচ্ছকটিক প্রকরণের বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে এর কাহিনীটি বৃহৎকথার কোন আখ্যান থেকে নেওয়া হলেও এটি স্বকীয় বৈশিষ্টে উজ্জ্বল। কাহিনীর শুরু থেকেই দেখা যাচ্ছে যে গোটা উজ্জয়িনী রাজ্য জুড়ে চলছে চূড়ান্ত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। রাজপথে জুয়াখেলা আর তা নিয়ে মারামারি; শান্তিশৃঙ্খলাহীনতার চরম দৃষ্টান্ত। একথা বলা যেতে পারে যে দ্যুতক্রীড়া সর্বজনস্বীকৃত অবসর বিনোদনের উত্তম মাধ্যম, তবুও তাকে ঘিরে যে অব্যবস্থা লক্ষ্য করা গেছে তা কখনোই সুন্দর রাজনৈতিক পরিবেশের পরিচায়ক হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে রাজা পালকের শাসনকালে ন্যায়শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। রাজার শ্যালক শকার বিচারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে অক্লেশে, এবং বিচারকরা ভয়ে সেই ঘটনার প্রতিবাদ করে না।

প্রকরণের প্রথম থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে সমাজের কোনো কিছুই যথাযথভাবে চালিত হচ্ছে না। কিন্তু প্রকরণের শেষে দেখা যাচ্ছে যে যারা সিঁধেল চোর, জুয়াড়ী তারাই বিপ্লবের পথ অবলম্বন করেছে দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে। মৃচ্ছকটিকের শেষে আমরা যে গণবিপ্লব দেখি তা কিন্তু আর কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। দশম অঙ্কে স্পষ্ট যে রাজা পালকের এবং তাঁর শ্যালক শকারের অত্যাচারে অতিষ্ট সাধারণ মানুষ বিপ্লব ঘোষণা করেছে। তারা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি আর্যককে সিংহাসনে বসিয়েছে। প্রকরণের নায়ক সজ্জন চারুদত্তের প্রতি শকারের শত্রুতা থেকে শেক্সপীয়রের মার্চেন্ট অফ ভেনিস নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সৎ অ্যান্টানিওর প্রতি শাইলকের ক্রোধ ও ঘৃণার কথা মনে পড়ে — I hate him (Antonio) for he is a christian ..... But more, for that, in low simplicity he lends out money gratis..... If I can catch once upon the hip, I will feed fat teh ancient grudge. I fear him.[৫] অথচ এই শকারকেই যখন সাধারণ

মানুষ হত্যা করতে উদ্যত তখন চারুদত্ত তার প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন। সেখানেও শেক্সপীয়রের উক্ত নাটকের পোর্সিয়ার উক্তি স্মরণে আসে — The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from the heaven upon the place beneath. It is twice blessed it blessth him that gives, and him that takes.[৬] গণবিপ্লবে আর্যকের দ্বারা নিহত হয়েছে রাজা পালক। সেকথা শর্বিলকের মুখে জানতে পেরেছেন চারুদত্ত —

আর্যকেনার্যবৃত্তেন কুলং মানং চ রক্ষতা।
পশুবদ্যজ্ঞবাটস্থো দুরাত্মা পালকো হতঃ।[৭]

এত ব্যাপক গণবিপ্লব; গণবিপ্লবের ফলে স্বৈরাচারের দমন এবং গণতন্ত্রের স্থাপন রাজনৈতিক দিক থেকেই অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিপ্লবে সামিল হয়েছে বৌদ্ধভিক্ষু, জুয়াড়ী, সিঁধেল চোর, চণ্ডাল থেকে আপামর সাধারণ মানুষ।

পরবর্তী আলোচ্য নাটক হল বিশাখাদত্ত বিরচিত সপ্তাঙ্ক মুদ্রারাক্ষস। সম্পূণভাবে রাজনৈতিক নাটক বলে যদি কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই তা হল মুদ্রারাক্ষস নাটকটির ভরতবাক্যে রাজা চন্দ্রগুপ্তের নামের উল্লেখ আছে। আবার কোন পুঁথিতে এই নাম হয়েছে অবন্তিবর্মা। যেহেতু বেশির ভাগ স্থানেই 'চন্দ্রগুপ্ত' পাঠ আছে তাই সেটি গ্রহণ করাই শ্রেয়। তবে এই চন্দ্রগুপ্তর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন ইনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তবে বেশিরভাগ পণ্ডিতের মতে ইনি হলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যিনি ভারতবর্ষব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং বৈদেশিক ম্লেচ্ছদের দমন করেন। মনে হয় বিশাখদত্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর সমসাময়িক ছিলেন।

মনে হয় নাট্যকার নন্দ ও মৌর্যদের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং সেই সময় প্রচলিত লোকশ্রুতি অবলম্বন করে নাটকটি রচনা করেন। চাণক্য কূটকৌশলে নামমুদ্রা চিহ্নিত আংটি হস্তগত করে মিথ্যা ছলনায় নন্দদের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য করেন। তাই নাম হয়েছে মুদ্রারাক্ষস; অর্থাৎ মুদ্রার ছলনায় পরাজিত বা বিপক্ষ থেকে স্বপক্ষে আনীত রাক্ষস। সংস্কৃত সাহিত্যে বীররসপ্রধান একমাত্র নাটক হল মুদ্রারাক্ষস। নন্দ বংশ ধ্বংশ হবার পর মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর বিচক্ষণ কূটকৌশলী মন্ত্রী চাণক্য কর্তৃক নন্দ দের অনুগত ও বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তর পক্ষে নিয়ে আসাই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়।

নাটকটির পরতে পরতে রাজনৈতিক চাল, কূটনৈতিক পদক্ষেপ। এ প্রসঙ্গে নাটকের চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্কের একটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যায়। চতুর্থ অক্ষকের শুরুতে দেখা যাচ্ছে রাক্ষস অসুস্থ এবং মলয়কেতুর শিবিরে অবস্থান করছেন। রাক্ষসের অসুস্থতার খবর পেয়ে গুপ্তচর ভাগুরায়ণের সঙ্গে মলয়কেতু এসেছেন রাক্ষসকে দেকতে। পঞ্চম অঙ্কে দেখছি মলয়কেতু জানতে পারেন যে রাক্ষস বিষকন্যার সাহয্যে তাঁর পিতা পর্বতেশ্বরকে হত্যা করেছিলেন। এ তথ্যে ক্ষুব্ধ এবং রাক্ষসের বিশ্বাসঘাতকতায় বিস্মিত মলয়কেতু। এটা যে চাণক্যের রাজনৈতিক চাল এবং কূটনৈতিক ছলনা তা তিনি ধরতে পারলেন না। সেই সময় ভগুরায়ণ তাঁকে বলেন যে রাজনীতির হল এটাই খেলা। এখানে কর্যোদ্দেশে শত্রুকে মিত্র এবং মিত্রকে শত্রু ভাবতে হয়। তাই যতক্ষণ না কার্যসিদ্ধি হয় ততক্ষণ ধৈর্যধারণ করতেই হবে— কুমার ইহ খল্বর্থশাস্ত্রব্যবহারিণামর্থবশাদরিমিত্রোদাসীনব্যবস্থা। ন লৌকিকানাকিব স্বেচ্ছাবশাত্।[৮]

Mr. Telang এর মতে — The busines of the play accordingly is diplomacy and politics to the entire exclusion of love [৯] আবার H.H. Wilson এর মতে — It is a historical and political drama, and represents a curious state of public morals, in which fraud and assassination are the simple means by which inconvenient obligations are acquitted, and troublesome friends or open enemies removd. It is not however that such acts are not held in themselves as crimes, or that their perpetrators, if instigated by vulgar vice or ferocity, are not condemned as culprits; it is only when the commission of the crime proposes a political end that it is represented as venial, and is compatible with teh possession of great virtues, and even with an amiable character.[১০]

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সবশ্রেষ্ঠ উপাদান হল লৌকিক বা অলৌকিক প্রণয়কাহিনী। কিন্তু বিশাখদেব সেই প্রচলিত ও জনপ্রিয় প্রথা বর্জন করে নতুন আঙ্গিকে এই নাটকটি উপস্থাপিত করেছেন। সমগ্র কাহিনীই রাজনীতির কুটিল আবর্তে গ্রথিত। নাট্যকার বহু চরিত্রকে ঘিরে চাণক্য ও রাক্ষস নামক দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রকে নানা কুটিল চক্রান্তপূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে এমন রহস্যের ঘনঘটায় সৃষ্টি করেছেন যে নাটক পড়তে পড়তে মনে হয় কোনো রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা গল্পের প্রেক্ষাপট। এখানে দৃশ্যকাব্যের তথাকথিত গীতিধর্মিতার পরিবর্তে রাজনীতির রোমাঞ্চকর ঘাত প্রতিঘাতে নাট্যবস্তু দাবার কূটচালের মতই বিন্যস্ত। এ প্রসঙ্গে ড: দে'র মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য — Dr. De __ there is no other drama in sanskrit which achieves

organic unity of action and inevitableness with greater and more complete effect.[১১]

অনেক পণ্ডিত মনে করেন রাজনীতি সম্পর্কিত কাহিনী নিয়ে বিশাখাদত্ত দেবীচন্দ্রগুপ্ত ও অভিসারিকাবঞ্চিতক নামক দুটি নাটক রচনা করেন। যদিও নাটকদুটি উপলব্ধ নয়।

উপসংহার:

সংস্কৃত নাট্যকারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাহিনীর জন্য মহাকাব্য বা কোনো উপাখ্যানের উপর নির্ভর করেছেন। মোটামুটি একই কাহিনীর ইতরবিশেষ করে নাট্যকাররা নাটক রচনা করেছেন। বহুপত্নীক রাজা এক অজ্ঞাতকুলশীল রমনীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে শেষপর্যন্ত বিদূষকের সহায়তায় তাকে পত্নীত্বে বরণ করেছেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম আলোচনায় উক্ত নাটকগুলি। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে প্রেমের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রণ ঘটেছে। বিশাখাদত্তর মুদ্রারাক্ষস সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিনির্ভর। তবে একথা বলতেই হবে যে ভাসের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্নবাসবদত্তম্ এবং শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে রাজনৈতিক চেতনা ও সংঘাতের পরিচয় পাওয়া গেলেও কোনটিই একান্তভাবে রাজনীতির আবর্তে আচ্ছন্ন হয় নি। এই সব নাটকে রাজনীতি থাকলেও প্রেমও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেদিকে থেকে মুদ্রারাক্ষস একেবারেই অন্যরকম। এখানে প্রেম একেবারেই অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে মুদ্রারাক্ষস অবশ্যই অনন্য। যাই হোক শেষে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতেই পারি যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে প্রেম পরিণয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা নিলেও এই গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে কিছু নাট্যকার রাজনীতির মত সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে নাটক রচনার মত সাহস দেখিয়েছিলেন।

উল্লেখপঞ্জী

১। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, খণ্ড: ১০, পৃ ৫৪।
২। ঐ, পৃ ৭৩।
৩। ঐ, পৃ ৭৭।
৪। শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্নবাসবদত্তম্, পৃ ৮৩।
৫। শূদ্রকবিরচিতম্ মৃচ্ছকটিকম্, অবিনাশ চন্দ্র দে ও শ্রী শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত (সম্পা), পৃ ৫৫২।
৬। ঐ, পৃ ৫৬৩।
৭। ঐ, পৃ ৫৫৯।
৮। বিশাখাদত্ত বিরচিত মুদ্রারাক্ষস, শ্রী শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পা), পৃ ৩৬২।
৯। এম আর কোলে, মুদ্রারাক্ষস, পৃ. xxvii
১০। ঐ, পৃ, xxviii
১১। শ্রী পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ২৪০।

গ্রন্থপঞ্জী

১। কালে, এম আর। মুদ্রারাক্ষস। দিল্লী: মতিলাল বানারসীদাস, ১৯৭৬। মুদ্রিত।
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি। স্বপ্নবাসবদত্তম। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বঙ্গাব্দ ১৪১১। মুদ্রিত।
৩। বিশাখাদত্ত বিরচিত মুদ্রারাক্ষস শ্রী শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পা)। কলকাতা: সদেশ, আগষ্ট ২০১১। মুদ্রিত।
৪। ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশচন্দ্র। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, জুলাই ১৯৯৫। মুদ্রিত।
৫। শূদ্রকবিরচিতম্ মৃচ্ছকটিকম। অবিনাশ চন্দ্র দে ও শ্রী শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত (সম্পা)। কলকাতা: পুস্তক ভাণ্ডার, দুর্গাপূজা বঙ্গাব্দ ১৪১৩। মুদ্রিত।
৬। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার। প্রসূন বসু ও রত্না বসু (সম্পা)। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, আগষ্ট ২০১১। মুদ্রিত।

PRESENTED BY:

SMT. RANJANA GANGULY MUKHERJEE
ASSTT. PROFESSOR IN SANSKRIT
SHAHID MATANINI HAZRA GOVT. COLLEGE FOR WOMEN
PURBA MEDINIPURS